যুগান্তর

তারিখ: 31 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

৯ হাজার আসনের জন্য অর্ধ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর রণপ্রস্তুতি

মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি

বদরুদ্দোজা সুমন

সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে সবমিলিয়ে আসন সংখ্যা নয় হাজারের কিছু বেশি। স্বল্পসংখ্যক এ আসনের বিপরীতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে অর্ধ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। চিকিৎসা শিক্ষায় ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য অধিদফতর বলছে, মেধার ক্রমানুসারে অধিক উপযুক্ত প্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম না থাকায় মেডিকেল ও ডেন্টালে আবেদনকারী সবারই পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষার মতোই সারাদেশে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ অন্য ঝুঁকির কারণে এটিকে বেশ ঝামেলাপূর্ণ বলছেন কর্মকর্তারা।

যুগান্তরকে তারা বলেছেন, প্রকৌশল বিদ্যায় ভর্তিচ্ছুদের ক্ষেত্রে আবেদনকৃতদের মধ্য থেকে বাছাইকৃতদের ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। মেডিকেল ও ডেন্টালেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। কমসংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা নিতে হয়- এমন অন্য পদ্ধতি থাকলে সেটা অনুসরণ করার পক্ষেও মত দেন কর্মকর্তারা। তবে শিক্ষার্থীসহ সর্বশ্রেণী অন্যরা বিষয়টিকে কীভাবে নেবেন- এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে ঝুঁকি নিতে পারছে না স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে এবার এইচএসসি, আলিম ও কারিগরি মিলে দেশের ১০টি শিক্ষাবোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮ হাজার ১৯৭ জন। এদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়ুয়ারা মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তির যোগ্য। স্বাস্থ্য অধিদফতর অন্যবারের মতো এ বছরও বিজ্ঞান শাখা থেকে ন্যূনতম জিপিএ-৪ প্রাপ্তদের আবেদন করার সুযোগ দিচ্ছে। ফলে আবেদনকারীর সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ-৫ ও ৪ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হিসাব ধরে ও গত কয়েক বছরের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বলা হচ্ছে, আবেদনকারীর সংখ্যা হবে অর্ধ লক্ষাধিক।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রগুলো জানাচ্ছে, প্রতি বছরই প্রায় ৬৫ হাজার শিক্ষার্থী মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তির আবেদন করে পরীক্ষায় অংশ নেয়। গত কয়েক বছরে জিপিএ-৫ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীর সংখ্যাও বাড়ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার সিফায়েত উল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, পাবলিক পরীক্ষা (এসএসসি ও এইচএসসি) সারাদেশে ৮টি বোর্ড মিলে পরিচালনা করে। মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি প্রক্রিয়া অধিদফতরকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এটা ঝামেলাপূর্ণ। আবেদনকৃতদের মধ্যে অধিক উপযুক্তদের বাছাইয়ের কোনো পদ্ধতি থাকলে ভালো হয়। তিনি বলেন, সরকার গত শিক্ষাবর্ষে একবার চেষ্টা করেছিল। বহুমুখী প্রতিরোধের কারণে তা থমকে গেছে। সরকারি-বেসরকারি সূত্রগুলো বলছে, রাজধানীসহ সারাদেশে কমপক্ষে পাঁচটি কোচিং সেন্টার মেডিকেল ও ডেন্টাল কোচিংয়ের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রতি বছর হাতিয়ে নিচ্ছে। ভুঁইফোড় ও নামসর্বস্ব আরও অনেক প্রতিষ্ঠান মৌসুমি এ বাণিজ্যে লিপ্ত। এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে থেকেই প্রতিষ্ঠানগুলো তৎপর হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের নানা প্রলোভনে বিভ্রান্ত করে।

অধিদফতরের কর্মকর্তারা বলছেন, ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান পদ্ধতির কারণে কোচিং সেন্টারগুলো সুযোগ নিচ্ছে। যদিও এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভর্তি বৈতরণী পার হওয়ার যোগসূত্র নেই। অথচ এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কোচিং সেন্টারে ছুটছে। তাদের মতে, পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনলেই কোচিংয়ের নামে শিক্ষা বাণিজ্যের সংস্কৃতি বন্ধ হবে। অধিদফতরের পরিচালক (চিপি) অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল হান্নান যুগান্তরকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে হলে কোচিংয়ে ছোটাছুটি নয়, বরং পাঠ্যবই পড়তে হবে। এটা প্রতি বছরই বলা হয়, কেউ শোনেন না। তিনি বলেন, অধিদফতর যে পদ্ধতিতে কাজ করে, তাতে মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে আলাদা এবং পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনগ্রহণ : স্বাস্থ্য অধিদফতর জানাচ্ছে, ৪ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করা যাবে। মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটক এ ব্যাপারে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। আবেদন ফি জমা দিতে হবে টেলিটকে এসএমএসের মাধ্যমে। আবেদন জমার শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর। ডা. এবিএম আবদুল হান্নান জানান, সংবাদপত্রে কয়েকদিন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য দেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা থেকে ২৭ আগস্ট জারি করা অফিস আদেশে বলা হয়, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৪ অক্টোবর শুক্রবার।

আসন সংখ্যা : চিকিৎসা শিক্ষায় চলতি বছর ভর্তির সুযোগ পাবে ৯ হাজার ১৯৪ জন শিক্ষার্থী। ২২টি সরকারি মেডিকেল এবং ৫৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা ৭ হাজার ৬১২টি। সরকারি মেডিকেলে আসন ২ হাজার ৮১২টি, বেসরকারি মেডিকেলে ৮ হাজার ৮০০টি।

অন্যদিকে সরকারি খাতের ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিটে বিডিএস কোর্সে আসন আছে ৫৩২টি। বেসরকারি ১৮টি ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হতে পারবে এক হাজার ৫০ জন শিক্ষার্থী। অধ্যাপক ডা. [illegible] এবং ডা. আবদুল হান্নান জানান, মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তির পূর্বের নিয়ম বহাল থাকছে। এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএ এবং এমসিকিউ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হবে। এই মেধা তালিকা অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করবে প্রতিষ্ঠানগুলো।